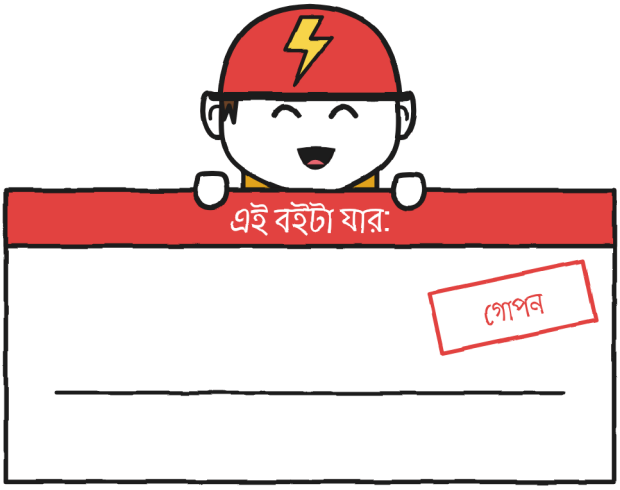


আর আগে আমি পড়ব। -হুঁ.

যদি এটা পাও, ফিরিয়ে দিয়ো। প্লিজ।

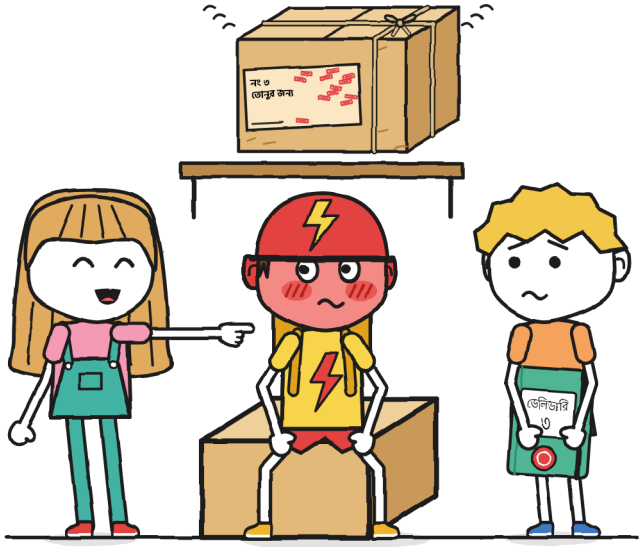
শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায়, যা শুধু গল্পে ঘটে: সত্যিকারের পার্সেল উড়ে ফিরে আসে না। সত্যিকারের সাইকেলের বেলায় শেষ পাতাটা দেখো। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি · ৩

ফেরত পাঠান, প্লিজ

LinguAula



(গুনির খাতা)

সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৩
ফেরত পাঠান, প্লিজ

সিরিজের তৃতীয় বই। আগের দুটো: “এই পার্সেলটা কামড়ায়” আর “মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না”।

লেখা ও ছবি: LinguAula

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

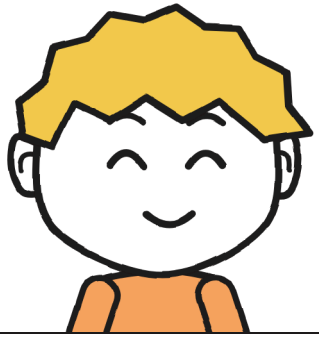
ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

ফন্ট: Andika, Patrick Hand, Caveat, Courier Prime, Atma, Galada ও Hind Siliguri (SIL OFL লাইসেন্স)।

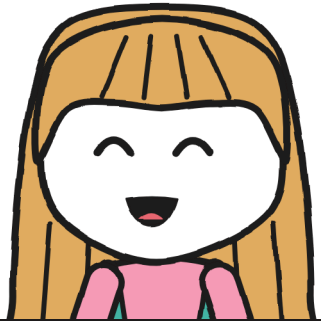
linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এই বই লেখার সময় কোনো ডেলিভারি-কর্মী চোট পায়নি। লাল হয়েছে, হ্যাঁ। -হু.

কে কে



গুনি। শনিবারের ডেলিভারি-বয়। কেউ চায়নি এমন সব জিনিস আঁকে। এই খাতাটা ওর।



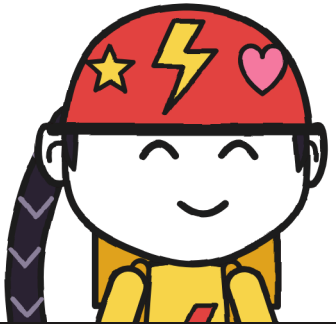
হুলিতা। সবুজ কালিতে লেখে আর "হু." নামে সই করে। কীভাবে সাহায্য করতে হয়, সবসময় জানে। সমস্যাটা সেখানেই।



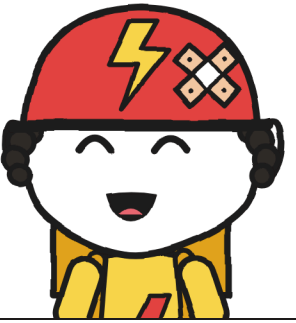
তোনিও। বিজলির হয়ে সাইকেলে ডেলিভারি দেয়। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে। ভাগে ভাগে লাল হয়।



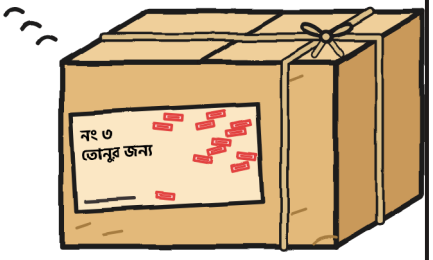
মায়া। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। মাথায় জাদুকরীর টুপি। যা বলেন, তার চেয়ে বেশি জানেন।



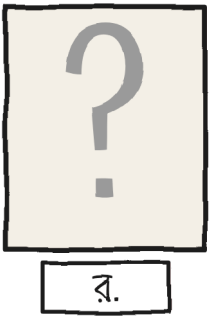
জোয়ি। বিজলির। সবচেয়ে দ্রুত। ডাকনাম দেয়।



ব্রুনো। বিজলির। একবার পাংচার হয়েছিল। দু-বছর আগে।



৩ নম্বর পার্সেল। নাড়ালে বাজে। লেবেলে শুধু একটা নাম লেখা।



র.। যে পার্সেল কেউ পৌঁছে দিতে পারে না, সেগুলো পাঠান। কেউ ওর নাম বলে না।



অধ্যায় ১

টুংটুং

টুংটুং।

আওয়াজটা ছিল খুব ছোট্ট, সেই ধরনের, যেটা তখনই শোনা যায় যখন আর সবকিছু চুপ করে গেছে: চায়ের কাপে চামচ ঠেকার শব্দ, কিংবা খেলনা সাইকেলের বেল। এল ফেরত পার্সেলের তাক থেকে, আর মারার দোকানে আমরা যে চারজন তখনও ছিলাম, এমন স্থির হয়ে গেলাম যে সিলমোহরের একটা স্ফুলিঙ্গ খসে পড়লেও শোনা যেত।

ঝড় অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছিল। হুলিতা তখনও আমার নীল টুলটার ওপর দাঁড়িয়ে, সবুজ মার্কারটা ওপরে তুলে, কাটা ১৯-এর পাশে সদ্য লেখা ১৮ নিয়ে। মারার একটা হাত ঝাঁপ পর্যন্ত যাওয়ার আধখানা পথে থেমে আছে। আর আমি, যে ভালো সময়েও হাত নিয়ে কী করতে হয় জানি না, হাত দিয়ে কিছুই করলাম না।

সেটা ছিল ৩ নম্বর। আর তোনিও, যে বিজলির হয়ে দশ মিনিটে নইলে বিনামূল্যে ডেলিভারি দেয়, নিজের হেলমেটের রঙে রাঙা হয়ে উঠল।

খাতাটা নতুন। ২ নম্বরটা একটাই ঝড়ে ফুরিয়ে গিয়েছিল; এটা সবুজ, এক কোণে দোকানের সিলমোহর, আর প্রথম ব্যবহারটা আমি করতাম রীতিমতো ঘটা করে: প্রথম পাতায় নাম, আর একটা নতুন শব্দ।

ডেলিভারির খাতা ৩ · গুনির। গোপন।

"গোপন" মানে আগে আমি পড়ব। আর কাউকে বলব না। -হু.

জিভ বের করে নামটা লিখলাম, তারপর একটা রাবার আনতে গেলাম, যদি বাঁকা হয়ে গিয়ে থাকে। ফিরে এসে দেখি, প্রথম ব্যবহারটা ততক্ষণে হুলিতা করে ফেলেছে।

"আমি তোমাকে সাহায্য করতে আগে ব্যবহার করে দিলাম," ও বলল। "ধন্যবাদ লাগবে না।"

আমি ওকে সাহায্য করতে বলিনি। হুলিতার বেলায় তাতে কিছু আসে-যায় না।

বাকিটা বলে রাখি, যদি কোনোদিন হুলিতা ছাড়া অন্য কেউ এটা পড়ে। দোকানের নাম অসম্ভব ডেলিভারি, মালিক মারা, যিনি জাদুকরী, মাথায় বেগুনি টুপি, আর তাঁর একটা সিলমোহর আছে, যেটা ছাপ দিলে নিভে যাওয়া মোমবাতির গন্ধওয়ালা স্ফুলিঙ্গ ছিটকে ওঠে। বাঁ দিকের তাকে তিনি ফেরত পার্সেল রাখেন: এমন পার্সেল, যেগুলো কেউ পৌঁছে দিতে পারেনি। ওগুলোর নিয়ম একটাই: যে নেয়, সে যদি লেবেলে না-মোছা কালিতে সই না করে, ভোর হলে পার্সেলটা উড়ে নিজের তাকে ফিরে যায়, রাতের খাবারের সময় বেড়াল যেমন ঠিক সময়ে হাজির হয়। ছিল কুড়িটা, আর সবগুলো পাঠান একই মানুষ, র., যাঁর সম্পর্কে নীল খাতায় আমার ছয়টা সূত্র আছে। হুলিতা আর আমি দুটো পৌঁছে দিয়েছি, একটা ড্রাগনের ডিম আর কিছু ছুটে বেড়ানো বীজ, আর দেওয়ালে ওর হাতের লেখায়, সবুজে, লেখা: বাকি ১৮।

হুলিতা হলো সবুজ নোটগুলোর মানুষ। আমি গুনি, পাড়ার নতুন ছেলে: আমার প্রায় সবকিছু এখনও বাক্সে। আর তোনিও হলো বিজলির ডেলিভারি-বয়, হলুদ ব্যাগ পিঠে ছেলেটা, যে শনিবার শনিবার আমাদের সঙ্গে শাস্তি খাটে আর ঝড়ের পর থেকে দোকানে যার নিজের জায়গা আছে: টুলগুলোর পাশে উপুড় করা একটা ডেলিভারি-বাক্স। মারা ওটা কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই ওকে দিয়েছেন। "আপাতত," বলেছিলেন। একটা আপাতত কতদিন চলে, সেটা জিজ্ঞেস করার সাহস কারও হয়নি।

৩ নম্বরটা ওপরের তাকে, ডিম আর বীজ যে দুটো ফাঁক রেখে গিয়েছিল তার পাশে, লেবেল সামনের দিকে করে। পড়ার জন্য আমি এগোলাম, দাঁড়িয়ে, না ছুঁয়ে।



টাইপ করা তিন লাইন: নং ৩। তোনুর জন্য। আর একেবারে নিচে, প্রেরক: র.। নাম আর শেষ লাইনের মাঝখানে আস্ত একটা ফাঁকা কাগজের মাঠ। চারপাশে বারোটা "ফেরত" সিলমোহর। আমি গুনলাম।

হুলিতা এক লাফে টুল থেকে নেমে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। জোরে পড়ল:

"তো..."

আর মুখ বন্ধ করে ফেলল।

হুলিতা কখনও কথার মাঝখানে থামে না। তোনিওর দিকে তাকিয়ে আমি বুঝলাম কেন।

অর্ধেক পড়লাম। বাকি অর্ধেক গিলে ফেললাম। -হু.

কেউ কেউ হঠাৎ পুরো লাল হয়ে যায়। তোনিও না: তোনিও লাল হয় ভাগে ভাগে। শুরু হলো কান দিয়ে। তারপর গাল। তারপর পুরো মুখ ভরে গেল, হেলমেটের ফিতে পর্যন্ত, আর একটা শেষ ধাপ তখনও বাকি, সবচেয়ে খারাপটা, যখন মুখ আর হেলমেটকে আলাদা করা যায় না। ২ নম্বরের কাঁপুনি-মিটারের পর থেকে যা কিছু

বদলায়, তার জন্য একটা মাপকাঠি না বানিয়ে আমি আর তাকাতে পারি না, তাই টুকে রাখলাম।



লেবেলের বাকি অংশটা পড়তে হুলিতা পার্সেলের দিকে হাত বাড়াল।

“ওই পার্সেলটা অপেক্ষা করতে পারে,” তোনিও খুব তাড়াতাড়ি বলল। “ও তো বছরের পর বছর অপেক্ষা করছে, তাই না? আরও একদিন করুক। কিংবা দশদিন। বিজলির কোনো তাড়া নেই।”

বিজলির মুখে এমন কথা আমি এই প্রথম শুনলাম।

“আজ রাতে কিছু খোলা হবে না,” মারা বললেন। “আর অনুমতি ছাড়া তাকে হাত দেওয়া চলবে না।”

হুলিতার হাত লেবেল থেকে এক আঙুল দূরে বাতাসে আটকে রইল। কেউ কিছু ছুঁল না। আর তখনই আবার বেজে উঠল।

টুংটুং।

“ওটা দরজা!” হুলিতা বলল, এমন গলায়, যেমনটা আমি ওর কখনও শুনিনি: বেশি চড়া, আর বেশি তাড়াতাড়ি।

ভেরা চলে যাওয়ার পর থেকে দরজা বন্ধই ছিল।

কিছু না বুঝলে আমি একটা তালিকা বানাই। টুংটুংয়ের সন্দেহভাজন:

১. দরজা। (হুলিতার প্রস্তাব। বন্ধ, হাওয়া নেই, ঠেলার কেউ নেই।)
২. ফুটপাতে তোনিওর সাইকেল, বিজলির বেল সমেত। (বাজে ক্রিং, টুংটুং নয়। তবু বেল তো।)
৩. রবারের ব্যাঙ। (হুলিতা সঙ্গে সঙ্গে ওকে নির্দোষ ঘোষণা করল। বলল, ওকে ও চেনে।)
৪. ৩ নম্বর।

৩ নম্বরকে সবার শেষে রাখলাম, ভদ্রতা করে।



পরীক্ষা করতে ফুটপাতে বেরোলাম। যাওয়ার পথে ব্যাঙটাকে নিয়ে নিলাম, কারণ সন্দেহভাজনকে দূর থেকে জেরা করা যায় না।

বৃষ্টি তখন আর পড়ছিল না। রাস্তায় ভেজা পিচের গন্ধ, আর প্রতিটা জলের ডোবার ভেতরে একটা করে রাস্তার বাতি। দরজা খুললাম আর বন্ধ করলাম: ক্যাঁ-আ-আ-চ। তোনিওর সাইকেলের বেল বাজালাম: ক্রিং! ব্যাঙটা টিপলাম: পিঁক।

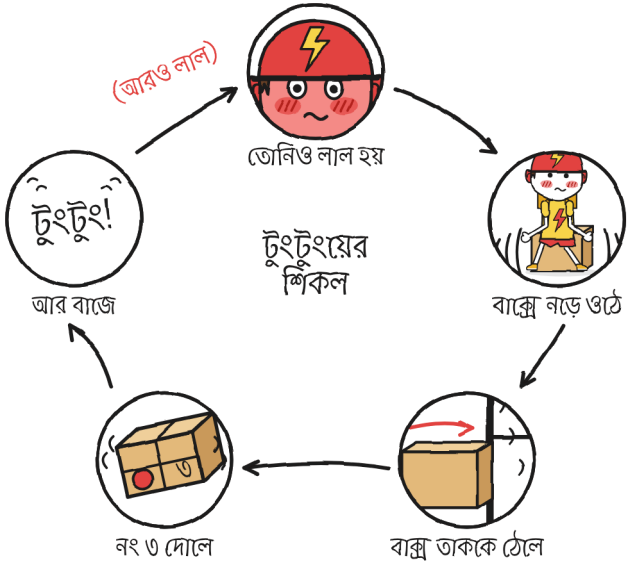
কাচের ওপারে হুলিতা আঙুল নেড়ে আমাকে “না” বলছিল। প্রতিটা আওয়াজে একই কাণ্ড, এদিক থেকে ওদিকে, গাড়ির ওয়াইপারের মতো। কোনোটাই নয়।

আমি আবার ঢুকলাম আর ব্যাঙটাকে কাউন্টারে রাখলাম। আমাকে তাকাতে দেখে তোনিও নিজের বাক্সে নড়েচড়ে বসল।

টুংটুং।

আমি নিচু হলাম। তোনিওর বাক্সটা তাকের পায়ার গায়ে ঠেকে ছিল।

ওখানেই, হাঁটু গেড়ে, আমি এঁকে ফেললাম, আর বেরোল একটা বৃত্ত, কারণ যতই ঘোরাই, কোথা থেকে শুরু বুঝে উঠতে পারছিলাম না।



ওটা জাদু নয়। ওটা তোনিও। ৩ নম্বর পার্সেলের ভেতরে এমন কিছু আছে, যেটা নাড়ালে বাজে।

আমার মতো। -হু.

তোনিও আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকের পায়া পর্যন্ত গেল, নিজের বাক্সের দিকে তাকাল, আর ঠিক করল, একদম স্থির বসে থাকবে।

টেনে ধরা রবার যতক্ষণ টেকে, ওর স্থির থাকা ততক্ষণই টিকল।

স্থির। তারপর আরও স্থির: এত স্থির যে ও মনে মনে "স্থির" ভাবছে, সেটাও যেন শোনা যাচ্ছিল, কপাল বেয়ে এক ফোঁটা ঘাম গড়াচ্ছে। হুলিতা এক মিনিটেরও বেশি

কথা বলেনি, যেটা ওর পক্ষে জলের নিচে দম বন্ধ করে থাকার মতো, আর দেরিতে হোক বা আগে, দম ফুরোলে মানুষ ভেসে ওঠে মুখের সবচেয়ে কাছে যা আছে তাই নিয়ে।

"তোনু কে?"

তোনিও লাফিয়ে উঠল। বাক্স পায়ায় ধাক্কা দিল, তাক কেঁপে উঠল, আর ৩ নম্বর বলে উঠল "টুংটুং!", এমন জোরে, যেমনটা কোনো টুংটুংয়ের পাওয়া উচিত নয়। মারা ছাদের দিকে তাকালেন, যেমন কেউ তিন পর্যন্ত গোনে।

"শুধু একটা প্রশ্ন ছিল," হুলিতা বলল। "প্রশ্ন তাক ঠেলে না।"

এটা কিন্তু ঠেলে।



"ওটা আমি ছিলাম," তোনিও নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে বলল। "ছোটবেলায়।"

এত আস্তে বলল যে ব্যাঙটা, যেটা কাউন্টারে আমার চেয়ে ওর কাছে ছিল, আমার চেয়ে ভালো শুনল।

হুলিতা মুখ খুলল। আমি ওর প্রশ্নগুলোকে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে দেখলাম, রবিবার সকালে রুটির দোকানের লাইনের মতো, প্রথমটা আগে থেকেই হাতে টাকা নিয়ে। তারপর ও তোনিওর দিকে তাকাল, যে তখনও নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে, আর মুখ বন্ধ করল।

"আর কিছু জিজ্ঞেস করছি না," সে বলল।

ওর পক্ষে কঠিন ছিল। পায়ের নড়াচড়ায় সেটা বোঝা গেল: ঠক, ঠক, ঠক, দোকানের মেঝেতে।

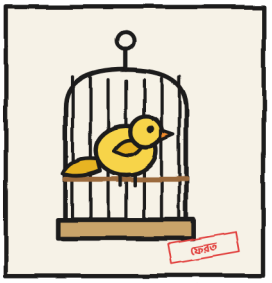
যে প্রশ্নগুলো করিনি: নয়টা। লিখে রেখেছি। -হু.

"তাহলে ওটা কখনও পৌঁছে দেননি কেন?" আমি মারাকে জিজ্ঞেস করলাম।

“বারোবার নিয়ে গেছি।” কাউকে সিলমোহর গুনতে বলার দরকার হলো না। “লেবেলটা দেখো: না রাস্তা, না বাড়ির নম্বর, না পদবি। যত তোনু পেয়েছি, সবার কাছে চেষ্টা করেছি।”

উনি মুখস্থ গুনে গেলেন, আঙুলে, আর আমি শুনতে শুনতে এঁকে চললাম। একটা ক্যানারি, সত্যিই যার নাম তোনু, আর যে লেবেলের ওপর পা দিয়েছিল: চলবে না। দন আন্তোনিও, ৭১ বছর, যিনি চশমা পরে কাগজটা দু-বার পড়ে বললেন “আমার তো ইচ্ছেই আছে,” শো-কেসের দিকে যেমন তাকায়, তেমন করে ওটার দিকে তাকিয়ে। খালের একটা নৌকা, গায়ে নাম আঁকা, সেটাও সই করল না, কারণ ওর হাত নেই।

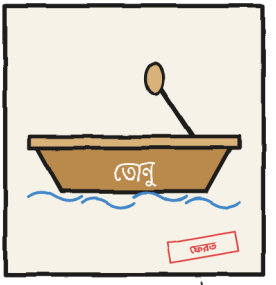
মারার তোনুরা



১. একটা ক্যানারি।
(লেবেলের ওপর পা দিয়েছিল। চলবে না।)



২. দন আন্তোনিও, ৭১ বছর।
(“আমার তো ইচ্ছেই আছে।”)



৩. খালের একটা নৌকা।
(ওর হাত নেই।)

“আর তোনিও?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

“শেষবার যখন চেষ্টা করেছিলাম, তখনও ওকে চিনতাম না,” মারা বললেন, আর ওর দিকে তাকালেন। “আর ছোটবেলায় ওকে কী নামে ডাকা হতো, সেটা কেউ আমাকে বলেনি।”

মারা কাউন্টারের নিচ থেকে একটা বেগুনি কাপড় বের করে ৩ নম্বরটা ঢেকে দিলেন, যেমন করে ঘুমোনোর জন্য টিয়ার খাঁচা ঢাকা হয়। তারপর তোনিওকে একটু উঠে দাঁড়াতে বললেন, আর ওর বাক্সটা তাক থেকে দুই বিঘত সরিয়ে দিলেন।

“এই তো। এবার যত খুশি নড়তে পারো।”

তোনিও চলে যেতে পারত। সাইকেল দরজার কাছেই ছিল: দশ মিনিটে পাড়ার অন্য মাথায় পৌঁছে যেত। ও আবার বসে পড়ল।

কেন, জানি না। তবু লিখে রাখছি।

আর ওর বাক্সে পিঠের ঠেস নেই বলে আমি একটা এঁকে দিলাম: উঁচু, একটু বাঁকা, ছোট্ট একটা কুশন সমেত, পেনসিলে আর ডটেড লাইনে, আর নিচে ছোট অক্ষরে: "পিঠের ঠেস (আমার আইডিয়া)।"

কেউ তোমার কাছে পিঠের ঠেস চায়নি। -হু.



দোকান বন্ধ করার সময় তোনিও সবার শেষে থেকে গেল, হেলমেটের ফিতে আঁটছিল, এত ধীরে যে বিজলিতে সেটা গুরুতর অপরাধ হতো। মারা একটা একটা করে আলো নেভাচ্ছিলেন; বেগুনি কাপড়টা তখনও পার্সেলের ওপর, ওপরের তাকে।

"মারা। কাল আমি ওই নিয়ে কথা বলতে আসব। কিন্তু একান্তে।"

"এই দুজন দোকানেরই লোক," মারা বললেন, না ঘুরেই।

তোনিও আমাদের দিকে তাকাল। প্রথমে হুলিতার দিকে; তারপর আমার। আমি টুলে সোজা হয়ে বসলাম।

"এদের ঠিক আছে," ও বলল। "কিন্তু বিজলির কেউ নয়।"

ও বেরিয়ে গেল, সাইকেল হাতে ঠেলে, জলের ডোবার মাঝ দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

টুংটুংয়ের এখন মালিক ছিল। জানা বাকি, মালিক ওটা চায় কি না।

ওকে কীভাবে সাহায্য করতে হবে, আমি জানি। -হু.

আমার ভয়টা সেটাই।

একটা গল্প, ছয় সাইজ

এই বইটা ছয়টা সাইজে আছে, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ২০টিরও বেশি ভাষায়। XXS, XS, S, M আর L একই ছবি নিয়ে পাতায় পাতায় গল্পটা বলে, প্রতিবার আরও একটু সূক্ষ্মতা নিয়ে; XL হলো উপন্যাস: একই গল্প, যেখানে গুনি যা ভাবে অথচ বলে না, তার সবকিছুর জন্য জায়গা আছে।

CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক: XXS, pre-A1 · XS, A1 · S, A2 · M, B1 · L, B2 · XL, B2–C1।

যার যার সাইজে। টুংটাং একই। -হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো (L সাইজের অ্যাক্টিভিটিসহ)